বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
"পল্লী ভবন"
৫, কাওরান বাজার, ঢাকা
www.brdb.gov.bd

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, যুগ্মসচিব পরিচালক (প্রশাসন), বিআরডিবি
স্থান	:	পরিচালক (প্রশাসন) এর অফিস কক্ষ
তারিখ	:	২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০:৩০ টা
উপস্থিতি	:	সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বিআরডিবি'র সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) কে আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর আলোকে ৬৪ জেলা হতে ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। বিগত সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হয়েছে। অতঃপর মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে সভায় নিম্নরূপভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১. বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, বিআরডিবি'র মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ফিডব্যাক সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিতে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	উপপরিচালক (পিআরসি)
২. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অনুসারে ৬৪ জেলার মধ্যে দিনাজপুর, শরিয়তপুর, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল ও কক্সবাজার জেলা ব্যতিত সকল জেলা নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। সভাপতি সভায় জানান যে, নিয়মিত সভা আয়োজন এবং কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে সচেষ্ট থাকতে হবে। যে সকল জেলা ৩য় ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সে সকল জেলা দ্রুত সময়ের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রমাণক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে সভা আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। খ) যে সকল জেলা ৩য় ত্রৈমাসিকে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সে সকল জেলা-কে দ্রুত সময়ের মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন করে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রমাণক প্রেরণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মাঠ কার্যালয়ের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অনুসারে ৬৪ জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, বান্দারবান, টাঙ্গাইল, নীলফামারী, ঝালকাঠি, রাজবাড়ী ও শরিয়তপুর জেলা ব্যতিত সকল জেলা সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করেছে। সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় বলেন যে, অংশীজন (stakeholder) বলতে স্ব স্ব আঞ্চলিক ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ/দাপ্তরিক/নাগরিক সেবা গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (সরকারি/বেসরকারি), সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং আওতাধীন কার্যালয়সমূহ কিংবা তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে বুঝায়। সভাপতি বলেন যে, অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যাতে করে সেবাগ্রহীতাগণ সরকারের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে অবহিত হয়। এক্ষেত্রে যে সকল জেলা ৩য় অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সে সকল জেলা দ্রুত সময়ের মধ্যে সভা আয়োজন করে প্রমাণকসহ প্রতিবেদন বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। খ) যে সকল জেলা ৩য় অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করতে সক্ষম হয়নি সে সকল জেলা-কে দ্রুত সময়ের মধ্যে সভা আয়োজন করে প্রমাণকসহ প্রতিবেদন বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/সভা আয়োজন	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অনুসারে ৩য় ত্রৈমাসিকে লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ৬৪ জেলার মধ্যে দিনাজপুর, নীলফামারী, পাবনা, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, বরগুনা জেলা ব্যতিত সকল জেলা শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। সভাপতি সভাকে জানান যে, সকল জেলা লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে সে সকল জেলা দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সভাপতি আরও বলেন অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ আয়োজিত প্রশিক্ষণের হাজিরা, ছবি প্রমাণক হিসেবে জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।	ক) যে সকল জেলা লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে সে সকল জেলা-কে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ আয়োজিত প্রশিক্ষণের হাজিরা, ছবি প্রমাণক হিসেবে জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৫.কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, ৩য় কোয়ার্টারে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সূচকে ৬৪ জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নীলফামারী, ঝালকাঠি, শরিয়তপুর, রাজবাড়ী জেলা ব্যতিত সকল জেলা কর্মপরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। সভাপতি সভাকে জানান যে, কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখা একজন কর্মচারীর নৈতিক দায়িত্ব। তাই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সকলকে সচেতন থাকা জরুরী। সকল জেলা কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সূচকে গৃহীত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করে প্রমাণক যথাসময়ে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করবে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সদর কার্যালয়ের প্রত্যেক শাখা তাদের কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সভায় গুরুত্বরোপ করা হয়।	ক) লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। খ) সকল জেলা-কে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক সূচকে গৃহীত কার্যক্রম ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্পন্ন করে প্রমাণক যথাসময়ে বিআরডিবি'র জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে। গ) সদর কার্যালয়ের প্রত্যেক শাখা তাদের কর্মপরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১) যুগ্মপরিচালক/ উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল, সদর দপ্তর) ২) উপরিচালক (সকল জেলা)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬. ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৪ জেলার মধ্যে জামালপুর, শরিয়তপুর ও কক্সবাজার জেলা ব্যতিত ৬১ জেলায় ক্রয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি সভায় মাঠ কার্যালয়ের সকল ইউনিটের ক্রয় কার্যক্রম যথাযথ বিবি-বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পাদন করার উপর গুরুত্বরোপ করেন।	মাঠ কার্যালয়ের সকল ইউনিটের ক্রয় কার্যক্রম যথাযথ বিবি-বিধান অনুসরণপূর্বক সম্পাদন করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৭. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সূচকে ৩য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে চাঁদপুর ও কক্সবাজার জেলা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। সভায় আলোচনা করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় সে সকল সেবা যারা গ্রহণ করছেন সেই সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং রেজিস্টারে সেবার মান সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সেবা গ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এছাড়া এই সূচকে যে সব জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে সে সব জেলা-কে দ্রুত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক) সেবাগ্রহীতাদের মতামত গ্রহণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। খ) রেজিস্টারে সেবার মান সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য সেবাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গ) যে সব জেলা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে সে সব জেলা-কে দ্রুত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে পরবর্তী প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট কলামে অগ্রগতি প্রদর্শন করতে হবে।	উপরিচালক (সকল জেলা)
৮.বিবিধ	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়) সভাকে জানান যে, মাঠ কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা নির্দেশিকা অনুসরণ না করে ভুল ফরম্যাটে যশোর, কুমিল্লা ও বি-বাড়ীয়া জেলা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়া ফেনী, জামালপুর, লক্ষীপুর, কক্সবাজার ও সাতক্ষীরা জেলায় ৩য় ত্রৈমাসিকে কোন অগ্রগতি নেই। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত। সভাপতি বলেন যে, যে সকল জেলা ভুল ফরম্যাটে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং যে সব জেলায় কোন অগ্রগতি নাই সে সকল জেলার উপপরিচালকদের টেলিফোনে প্রতিবেদন ভুল হওয়ার কারণ জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া ভবিষ্যতে ভুল প্রতিবেদন প্রেরণ না করার জন্য একটি জুম মিটিং করে ভুলগুলো সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ক) যে সকল জেলা ভুল ফরম্যাটে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং যেসব জেলায় কোন অগ্রগতি নাই, সে সকল জেলাসমূহের উপপরিচালকদের টেলিফোনে প্রতিবেদন ভুল হওয়ার কারণ জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। খ) জেলা থেকে ভবিষ্যতে ভুল প্রতিবেদন প্রেরণ না করে সে জন্য জুম মিটিং করে ভুলগুলো সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	১) উপরিচালক (সকল জেলা) ও ২) উপপরিচালক (পিআরসি)

সভাপতি সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮/০৫/২০২৫

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
বিআরডিবি, ঢাকা